Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501093 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Senior Citizen and Internet: A Study in Bolpur Town
প্রবীণ নাগরিক ও ইন্টারনেট: বোলপুর শহরে একটি গবেষণা

Bahnisikha Ghosh
S.A.C.T
Department of Mass Communication and Journalism
Suri Vidyasagar College, Birbhum

Received on: 04th June 2026
Accepted on: 15th June 2026

Abstract:
In India still Digital Divide is a problem. To cope up with this divide, basic knowledge about mobile phones is required because if people can handle mobile phones, then they will think about the next step that mean they will get interest in use of the Internet or other higher technologies. There are many people who have no computers but they access mobile phones and many of them do not know the entire offline applications like how to use calculator, save numbers, use camera, message etc. This work will be on those senior citizens who are not interested or not getting the chance to learn about their mobile phone applications and internet. For this research work the researcher used a survey method where the researcher used both open and close-ended questionnaires to collect cross sectional data.

Key Words:
Digital Exclusion, Digital literacy, ICT, Mobile applications, Senior citizen

মূল প্রবন্ধ

১.ভূমিকা

নতুন মাধ্যম (New Media) হলো সকল মাধ্যমের সমন্বয় বা সংযুক্ত রূপ। এই মাধ্যম ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি মুদ্রিত মাধ্যম (Print Media) এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যম (Electronic Media) উভয়ই ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র এই একটিমাত্র মাধ্যমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের বার্তা ও তথ্য গ্রহণ করা সম্ভব। বর্তমান যুগে নতুন মাধ্যম সকলের জন্য একটি নতুন দিগন্ত ও নতুন মাত্রার সূচনা করেছে।

ব্রুস ওয়েন্স (Bruce Owens) তাঁর "The Internet Challenge to Television" (1999) গ্রন্থে মিডিয়া কনভারজেন্স সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে ইন্টারনেটই হবে সবকিছুর কেন্দ্র, এবং টেলিভিশন, টেলিফোন ও কম্পিউটার একত্রিত হয়ে ইন্টারনেটভিত্তিক একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। জেনকিন্স (Jenkins) তাঁর "Convergence Culture" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নতুন মাধ্যমের আন্তঃকার্যক্ষমতা (interoperability) মানুষের মিডিয়ায়

© Santiniketan Sahityapath

অংশগ্রহণকে অনেক বেশি সক্রিয় করেছে। তাঁর মতে, পুরনো যুগের মিডিয়া-ভোক্তারা তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, কিন্তু কনভারজেন্ট মিডিয়ার নতুন ভোক্তারা সামাজিকভাবে অধিক সংযুক্ত। কারণ তারা নিজেদের তৈরি করা বিষয়বস্তু (content) আপলোড করতে পারে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে বিস্তৃত তথ্য নির্বাচন করতে পারে। এর মধ্যে কর্পোরেট মিডিয়া ও তৃণমূলভিত্তিক (grassroots) মিডিয়ার মধ্য থেকেও পছন্দ করার সুযোগ রয়েছে। (Holmes, David, "New Media Theory", Sage Publication, 2009, pp 685-689)। মার্শাল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan), যিনি "মিডিয়া" শব্দটির জনপ্রিয় ব্যবহার প্রবর্তন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন — "Medium is the Message" অর্থাৎ মাধ্যমই হলো বার্তা। তাঁর মতে, যদি কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করেন, তবে তিনি অল্প সময়ে সহজেই তথ্য গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি "Global Village" (বিশ্বগ্রাম) ধারণাটিও উপস্থাপন করেছিলেন, যা World Wide Web আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বছর আগে দেওয়া হয়েছিল। ম্যাকলুহানের মতে, ডিজিটাল বিপ্লব এমন এক সমাজ সৃষ্টি করেছে যেখানে টেলিযোগাযোগ ও টেলিভিশনের মাধ্যমে একই সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে এবং "দেওয়ালবিহীন শ্রেণিকক্ষ" (classrooms without walls) গড়ে উঠেছে। (McLuhan, Marshall, "Understanding Media: The Extensions of Man")।

এই নতুন মাধ্যম অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় অনেক সস্তা এবং এর পৌঁছানোর ক্ষমতাও অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ অঞ্চলে সংবাদপত্র পৌঁছানো অনেক সময় কঠিন হলেও মোবাইল ফোন পৌঁছানো তুলনামূলকভাবে সহজ। ভারতে মোবাইল ফোনের দ্রুত বিস্তার ডিজিটাল বিভাজন (digital divide) কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের মালিকদের তুলনায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে এই বিশ্বাস আরো জোরদার হয়েছে যে, ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে মোবাইল ফোনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। (KPMG-IAMAI Study, July 2015) দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রবীণ নাগরিকদের অনেকেই এই নতুন মাধ্যম সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচিত নন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করলেও ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য তা ব্যবহার করেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা শুধু কল রিসিভ করা এবং কল কেটে দেওয়া জানেন।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ বাড়িতেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে, কিন্তু সেই পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের অনেকেরই এই মাধ্যম ব্যবহারে আগ্রহ নেই। তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা বয়সে অনেক বড়ো হয়ে গেছেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে নতুন কিছু শেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন না যে এই মাধ্যম ঘরে বসেই ব্যবহার করা যায় এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রবীণদের জীবনে অনেক উপকার বয়ে আনতে পারে। ই-মেইল, অনলাইন ব্যাংকিং, আলোচনা গোষ্ঠী, বিভিন্ন আগ্রহভিত্তিক ওয়েবসাইট এবং সৃজনশীল কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রবীণদের শিক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ এবং স্বাধীন জীবনযাপন বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। পূর্ববর্তী গবেষকেরা বলেছেন যে, প্রবীণদের নতুন মাধ্যম ব্যবহার না করার পেছনে বয়স, শিক্ষার অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব ইত্যাদি কারণ রয়েছে। এছাড়াও তাঁদের মনে একটি ভয় বা অনিশ্চয়তার অনুভূতিও কাজ করে।

ভারত সরকারও ডিজিটাল বিভাজন কমানোর জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে Bhoomi Project, Life Line India, Grameen Sanchar Sevak, Gyandoot Project, FRIENDS Project, CARD Project এবং e-Seva Project। অন্যদিকে ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে National Science Digital Library (NSDL), Vidya Vahini, Digital Mobile Libraries, Library Networks এবং Community Information Centres। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

১.২ সমস্যার বিবৃতি (Statement of Problem)

নতুন মাধ্যমের (New Media) যুগে মানুষ ইন্টারনেটের সাহায্যে ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অনলাইন কেনাকাটা, টিকিট বুকিং ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করতে পারে। কিন্তু গবেষক লক্ষ করেছেন যে প্রবীণ নাগরিকরা এসব কাজের জন্য এখনো অন্যদের ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রবীণ ব্যক্তি বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন, অথচ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ওয়েবসাইট ব্যবহার করেই সেই বিল গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, ওই প্রবীণ ব্যক্তিও ঘরে বসে বিল পরিশোধ করতে পারেন, যদি তাঁর একটি

© Santiniketan Sahityapath

অনলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট সম্পর্কে ধারণা থাকে। গবেষক আরো লক্ষ করেছেন যে প্রবীণদের ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁদের পরিবারের অন্তত একজন সদস্য নতুন মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। প্রবীণরা শিক্ষিত এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হলেও নতুন মাধ্যম ব্যবহারের প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না।

প্রবীণদের এই মাধ্যমের প্রয়োজন রয়েছে, কারণ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অনেক সময় একাকীত্ব অনুভব করেন। তাঁদের সন্তানরা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং বয়স্ক বাবা-মায়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। প্রথমে গবেষক তাঁর পরিচিত কয়েকজন প্রবীণের মধ্যে এই বিষয়টি লক্ষ করেন। পরে তিনি সমগ্র শহরের প্রবীণদের ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি মনোভাব ও আচরণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale)

সমস্যা চিহ্নিত করার সময় গবেষক কয়েকজন প্রবীণের ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর তিনি এই গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করেন। এই আলোচনার মাধ্যমে গবেষক জানতে পারেন যে অধিকাংশ প্রবীণ নতুন মাধ্যমের সুবিধাগুলি গ্রহণ করছেন না। তাই তিনি বিশেষভাবে জানতে চান কেন প্রবীণরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি করেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে প্রবীণদের ইন্টারনেট ব্যবহারে অনীহার কারণ হিসেবে বয়স, আয়, সাক্ষরতা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। তবে গবেষকের বিশ্বাস, প্রবীণদের ইন্টারনেট ব্যবহার না করার পেছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। তাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো যে, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ, নিয়ন্ত্রণ ও নাগাল থাকা সত্ত্বেও প্রবীণরা কেন এই মাধ্যম ব্যবহার করছেন না এবং এর ফলে যে ডিজিটাল বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা।

১.৪ উদ্দেশ্য (Objectives)

১) বোলপুরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিজিটাল চর্চার (Digital Praxis) বর্তমান অবস্থা নির্ণয় করা।

২) এই ধরনের ডিজিটাল চর্চার কারণ অনুসন্ধান করা।

১.৫ লক্ষ্য (Aim)

গবেষক বিশেষভাবে জানতে চান — "বোলপুরে প্রবীণ নাগরিকরা কেন ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী নন তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা।"

১.৬ গবেষণার সামাজিক প্রয়োজন (Social Needs for the Study)

প্রবীণদের ডিজিটাল চর্চা সম্পর্কে জানা গেলে তাঁদের নতুন মাধ্যমের সঙ্গে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করার জন্য নীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে। এছাড়াও এই গবেষণা প্রবীণ প্রজন্মের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

তথ্য সংগ্রহের সময় গবেষক উত্তরদাতাদের নতুন মাধ্যমের বিভিন্ন শক্তি ও সুবিধা সম্পর্কে জানান। এর মাধ্যমে তিনি আংশিকভাবে তাঁদের বোঝাতে সক্ষম হন যে নতুন মাধ্যম তাঁদের জন্যও প্রয়োজনীয়। কয়েকজন প্রবীণ উত্তরদাতা আরো জানান যে, যদি কেউ তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন, তাহলে তাঁরা নতুন মাধ্যম সম্পর্কে শিখতে আগ্রহী এবং প্রস্তুত আছেন।

১.৭ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (Theoretical Approach)

এই গবেষণাটি "Uses and Gratification Theory" (ব্যবহার ও পরিতৃপ্তি তত্ত্ব)এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি আচরণ বিশ্লেষণের জন্য এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। গণযোগাযোগ ও গণমাধ্যম বিষয়ক বহু গবেষণা সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গবেষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তারা গণমাধ্যম মানুষের ওপর কী প্রভাব ফেলে এবং মনোভাব গঠন, মনোভাবের পরিবর্তন ইত্যাদিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা কী — তা অনুসন্ধান করেছেন (Berger, 1955, p 99)। "Gratifications" বা পরিতৃপ্তি বলতে বোঝায়, গণমাধ্যম ব্যবহারের পর শ্রোতা বা দর্শক যে পুরস্কার, উপকার বা সন্তুষ্টি অনুভব করেন। এটি মানুষ কেন এবং কী উদ্দেশ্যে গণমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের মিডিয়া ব্যবহারের অভ্যাস কী এবং গণমাধ্যম কীভাবে

© Santiniketan Sahityapath

তাদের চাহিদা পূরণ করে — তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। এই চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়াকেই মিডিয়া গ্র্যাটিফিকেশন (Media Gratification) বলা হয় (Gupta & Aggarwal, 2002, p 38)।

১.৭.১ ব্যবহার ও পরিতৃপ্তি তত্ত্ব বনাম হাইপোডার্মিক নিডল তত্ত্ব

Uses and Gratification Theory হলো গণযোগাযোগ বোঝার একটি আধুনিক পদ্ধতি। এই তত্ত্বের মূল গুরুত্ব শ্রোতা বা দর্শকের ওপর। এটি প্রশ্ন করে — "মানুষ গণমাধ্যমের সঙ্গে কী করে?" বরং — "গণমাধ্যম মানুষের সঙ্গে কী করে?" এই তত্ত্ব অনুযায়ী, শ্রোতা বা দর্শক নিষ্ক্রিয় নয়; বরং তারা সক্রিয়ভাবে গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু গ্রহণ করে, ব্যাখ্যা করে এবং নিজেদের জীবনের সঙ্গে তা যুক্ত করে। অন্যদিকে, Hypodermic Needle Theory (হাইপোডার্মিক নিডল তত্ত্ব) বা Magic Bullet Theory (ম্যাজিক বুলেট তত্ত্ব) মনে করে যে গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে। ১৯৪০ ও ১৯৫০এর দশকে গণমাধ্যমকে মানুষের আচরণ পরিবর্তনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখা হতো। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, গণমাধ্যম উপযুক্ত বার্তা মানুষের মনে "ইনজেক্ট" করতে পারে এবং সরাসরি তাদের চিন্তাভাবনা ও আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এই মডেল অনুযায়ী, গণমাধ্যম একটি শক্তিশালী ও সম্ভাব্য বিপজ্জনক যোগাযোগ মাধ্যম, কারণ শ্রোতারা এর প্রভাব প্রতিরোধ করতে অক্ষম। মানুষকে এখানে নিষ্ক্রিয় হিসেবে ধরা হয়, যারা গণমাধ্যম যা বলে তাই বিশ্বাস করে। কারণ সেই সময়ে তথ্য পাওয়ার অন্য উৎস খুব সীমিত ছিল। Uses and Gratification Theory এই Magic Bullet বা Hypodermic Needle Theory কে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে শ্রোতারা সক্রিয় এবং তারা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী গণমাধ্যম বেছে নেয়। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মাধ্যম বা বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুভব না করেন, তাহলে সেই মাধ্যমের বিষয়বস্তু তাকে সহজে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না (Rai, 2016, p. 22)। এই গবেষণাটি Uses and Gratification Theory এর অধীনে পরিচালিত হয়েছে, কারণ প্রবীণ নাগরিকদের নতুন মাধ্যমের প্রয়োজন রয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে কতজন এই মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করছেন, তা এই তত্ত্বের সাহায্যে অনুসন্ধান করা গবেষকের উদ্দেশ্য।

২.১ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

যে-কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে গবেষক জানতে পারেন কীভাবে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সাহিত্য পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী গবেষণাগুলির সীমাবদ্ধতা বা ফাঁক (research gap) খুঁজে বের করা এবং গবেষণার সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা। সিলভিয়া ই. পিকক (Sylvia E. Peacock) এবং হারাল্ড কুনেমুন্ড (Harald Künemund) (২০০৭) তাঁদের "Senior Citizens and Internet Technology" শীর্ষক গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলিতে। তাঁরা ডিজিটাল বয়সভিত্তিক ব্যবধান (digital age gap) কমানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। (*European Journal of Ageing*, Volume 4, Issue 4, pp. 191–200) সি. ডব্লিউ. ফাং (C. W. Phang), জে. সুতান্তো (J. Sutanto), এ. কানকানহাল্লি (A. Kankanhalli) এবং ওয়াই. লি (Y. Li) (২০০৬) "Senior Citizens' Acceptance of Information Systems: A Study in the Context of e-Government Services" শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে প্রবীণদের তথ্যপ্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত মডেল প্রয়োজন। তাঁদের গবেষণায় দেখা যায়, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবীণদের আগ্রহ মূলত নির্ভর করে তাঁরা সেই সেবাটিকে কতটা উপযোগী এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য বলে মনে করেন তার ওপর। (IEEE Transactions on Engineering Management, Volume 53, Issue 4, pp. 555-569) বিপ্লব লোহ চৌধুরী, কপিলকুমার ভট্টাচার্য এবং অর্চন মিত্র (২০১৫) তাঁদের "Three-tier New Media Literacy for Realizing Full Communication Potential in Information Society" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, নতুন মাধ্যমের আবির্ভাবের ফলে ভাষা আর শুধুমাত্র কথ্য বা লিখিত যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মানবসভ্যতার শুরুতে মানুষ চিহ্ন ও প্রতীকের মাধ্যমে যোগাযোগ করত। বর্তমানে গণমাধ্যমের যুগ ধীরে ধীরে নতুন মাধ্যমের যুগে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে চিহ্ন ও প্রতীক আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। (ISBN: 978-93-84898-81-6) Sage Journalsএ প্রকাশিত "IT and Senior Citizens: Using the Internet for Empowering Active Citizenship" (২০০৫) গবেষণায় দেখানো হয়েছে কীভাবে তথ্যপ্রযুক্তি প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন

© Santiniketan Sahityapath

(empowerment) এবং সক্রিয় নাগরিকত্ব (active citizenship) গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। (*Science, Technology & Human Values*, Volume 30, pp. 468-495) জ্যাকলিন কে. ইস্টম্যান (Jacqueline K. Eastman) এবং রাজেশ আয়ার (Rajesh Iyer) (২০০৪) তাঁদের "The Elderly's Uses and Attitudes Towards the Internet" গবেষণায় দেখিয়েছেন যে প্রবীণ ভোক্তাদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। অধিকাংশ প্রবীণ নিজেরাই ইন্টারনেট ব্যবহার শিখেছেন এবং সুবিধাজনক স্থানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে তাঁরা আরো শিখতে আগ্রহী। এছাড়া, যেসব প্রবীণের আয় বেশি, তাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার এবং অনলাইনে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী। ("Journal of Consumer Marketing", Vol. 21, pp 208-220) উইলিয়াম ই. লোগেস (William E. Loges) এবং জু-ইয়ং জাং (Joo-Young Jung) (২০০১) তাঁদের *"Exploring the* Digital Divide, Internet Connectedness and Age" শীর্ষক প্রবন্ধে ডিজিটাল বিভাজনের ধারণাকে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে বয়স শুধু ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং অনলাইনে ব্যক্তিগত লক্ষ অর্জনের পরিধি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতার সঙ্গেও সম্পর্কিত। তবে প্রবীণ উত্তরদাতারাও তরুণদের মতোই ইন্টারনেটকে তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন (*Communication Research*, Vol. 28, Issue 4, pp. 536–562)।

জ্যাকলিন কে. ইস্টম্যান এবং রাজেশ আয়ার (২০০৫) তাঁদের "The Impact of Cognitive Age on Internet Use of the Elderly" গবেষণায় আমেরিকান প্রবীণদের জ্ঞানগত বয়স (cognitive age) এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, তাঁরা নিজেদের তুলনামূলকভাবে কমবয়সী মনে করেন, তাঁরা ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করেন; আর তাঁরা নিজেদের বেশি বয়সী মনে করেন, তাঁরা তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার করেন (International Journal of Consumer Studies, Volume 29, Issue 2, pp. 125−136)। Pew Research Centre, USAএর "15% of Americans Don't Use the Internet. Who Are They?" (২০০০-২০১৫) শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ইন্টারনেট ব্যবহার না করার প্রবণতা বিভিন্ন জনমিতিক (demographic) উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে রয়েছে বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক আয়, জাতিগত পরিচয় এবং বসবাসের এলাকার ধরন। অর্থাৎ, এসব বিষয় ইন্টারনেট গ্রহণ বা ব্যবহারকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

৩.১ গবেষণা পদ্ধতি (Methodology of Research)

গবেষণা পদ্ধতি হলো গবেষণা সমস্যার একটি সুসংগঠিত সমাধানের উপায়। গবেষক সি. আর. কোঠারির মতে, গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে এবং গবেষণা পদ্ধতি (research methods) তারই একটি অংশ (C. R. Kothari, p. 7) এই গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন মাত্রা নিম্নরূপ —

৩.১.১ গবেষণার ধরন (Type of Research)

এটি একটি গুণগত (Qualitative) গবেষণা, কারণ এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষক বোলপুর শহরের প্রবীণ নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের আচরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা সত্যিই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন কি না এবং করলে বা না করলে তার পেছনের কারণ কী — তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রয়োগগত দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি বিশুদ্ধ বা মৌলিক গবেষণা (Pure/Basic Research), কারণ এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কোনো ঘটনার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং বিষয়টিকে আরো ভালোভাবে বোঝা, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে সরাসরি চিন্তা করা নয়।

৩.১.২ সময়মাত্রা

গবেষণার সময়মাত্রা সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে — দীর্ঘকালীন (Longitudinal) এবং আড়াআড়ি বা ক্রস-সেকশনাল (Cross-sectional)। দীর্ঘকালীন গবেষণায় দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে, ক্রস-সেকশনাল গবেষণায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় (Ahuja Ram, p 40)। এই গবেষণাটি দীর্ঘকালীন নয়; এটি একটি ক্রস-সেকশনাল গবেষণা, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১.৩ গবেষণার ক্ষেত্র (Universe)

© Santiniketan Sahityapath

সমগ্র গবেষণার জন্য বীরভূম জেলার বোলপুর শহর নির্বাচন করা হয়েছে। এই শহর নির্বাচনের কারণ হলো গবেষক স্থানটি এবং স্থানীয় ভাষার সঙ্গো পরিচিত, যা অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করে।

৩.১.৪ জনসংখ্যা (Population)

জনসংখ্যা বলতে গবেষণার নির্দিষ্ট সমস্যার প্রেক্ষিতে সেই সমস্ত মানুষকে বোঝায়, যাদের বৈশিষ্ট্য গবেষক অধ্যয়ন করতে চান। এই প্রকল্পটি বোলপুর শহরের প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। তাই প্রবীণ নাগরিকরাই এই গবেষণার জনসংখ্যা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বোলপুর শহরে প্রায় ১২,০০০ জন প্রবীণ নাগরিক বসবাস করেন।

৩.১.৫ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি (Sample Design)

নমুনা (Sample) হলো বৃহত্তর জনসংখ্যা থেকে নির্বাচিত একটি অংশ। একটি নমুনা তখনই জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে, যখন তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গো সাদৃশ্যপূর্ণ হয় (Ahuja Ram, 2014, p 155)। জনসংখ্যা বড়ো হওয়ায় সময়, ব্যয় এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে সম্পূর্ণ জনসংখ্যাকে নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব হয় না। সীমিত সময়, অর্থের অভাব এবং বিস্তৃত ভৌগোলিক অবস্থান নমুনা নির্বাচনকে অপরিহার্য করে তোলে (Ram Ahuja, 2014, p 157)। এই গবেষণায় Stratified Purposive Sampling Method ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজন ও উপযোগিতার ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনাকে প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য বোলপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে উত্তরদাতাদের বেছে নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার জন্য ১০০টি নমুনা নেওয়া হয়েছে।

৩.১.৬ গবেষণা পদ্ধতি (Research Method)

যোগাযোগ গবেষণায় বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যেমন — জনগণনা পদ্ধতি (Census Method), জরিপ পদ্ধতি (Survey Method) এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method)। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত এবং বদ্ধ উভয় ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বাধিক সাড়া পাওয়ার জন্য গবেষক প্রথমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উত্তরদাতাদের সঙ্গো সাক্ষাৎ করেন, গবেষণার বিষয় ব্যাখ্যা করেন, আন্তঃব্যক্তিক আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন।

৩.১.৭ প্রশ্নপত্র নির্মাণ (Questionnaire Construction)

গবেষক তাঁর গবেষণা-নির্দেশকের সহায়তায় প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। তিনি উত্তরদাতাদের সঙ্গো ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং শেষে প্রশ্নপত্রটি যাচাই ও স্বাক্ষরের জন্য তাঁদের হাতে দেন।

প্রশ্নপত্রে দুই ধরনের প্রশ্ন ছিল —

১.বদ্ধধর্মী(Close-ended) প্রশ্ন

২. উন্মুক্তধর্মী (Open-ended) প্রশ্ন

মোট ১১টি প্রশ্ন প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩.১.৮ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Tools for Data Collection)

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নসূচি (Question Schedule) ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রশ্ন ছিল বদ্ধধর্মী, তবে কয়েকটি উন্মুক্তধর্মী প্রশ্নও ছিল।

৩.১.৯ পরিমাপের উপকরণ (Measuring Instrument)

গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। বদ্ধধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা গবেষকের দেওয়া বিকল্পগুলির মধ্য থেকে উত্তর নির্বাচন করেন। এই ধরনের প্রশ্ন জনপ্রিয়, কারণ এতে উত্তরগুলির মধ্যে অধিক সামঞ্জস্য থাকে এবং ফলাফল সহজে পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করা যায় (Wimmer & Dominick, 2006, p. 150)। প্রবীণদের ইন্টারনেট সম্পর্কে মতামত বোঝার জন্য অধিকাংশ প্রশ্ন বদ্ধধর্মীভাবে তৈরি করা হয়েছিল। গবেষণার উপকরণ যথাযথভাবে প্রস্তুত হয়েছে কি না তা যাচাই করার সর্বোত্তম উপায় হলো পাইলট জরিপ (Pilot Survey) পরিচালনা করা (Wimmer & Dominick, 2012, p. 161)। তাই

© Santiniketan Sahityapath

চূড়ান্ত জরিপের আগে গবেষক সম্ভাব্য ১০ জন উত্তরদাতার ওপর একটি পাইলট জরিপ পরিচালনা করেন, যাতে বোঝা যায় উত্তরদাতারা প্রশ্নগুলি সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন কি না। পাইলট জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্যগুলির ওপর আরো বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্নপত্র সংশোধন করেন।

৩.১.৯.১ পরিমাপ

৩.১.৯.১.১ চলক। চলক (Variable) হলো এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা দুই বা ততোধিক মান গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, এটি এমন কিছু যা পরিবর্তিত হতে পারে।

৩.১.৯.১.২ স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলক (Independent and Dependent Variables)

স্বাধীন চলক (Independent Variables) — (সম্ভাব্য কারণ)

- অনিচ্ছা (Unwillingness)
- বয়স (Age)
- ভয় (Fear)
- প্রয়োজনীয় ডিভাইসের অভাব (Lack of Devices)

নির্ভরশীল চলক (Dependent Variable) — (সম্ভাব্য ফলাফল)

- অধিকাংশ প্রবীণ নাগরিক ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন না।

৩.১.৯.১.৩ মধ্যবর্তী চলক (Intervening Variable)

মধ্যবর্তী চলক হলো এমন একটি চলক যা স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যে অবস্থান করে এবং তাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত বা পরিবর্তন করে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে প্রবীণরা বয়সের কারণে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। কিন্তু এটি সম্ভব যে তারা শুধু বয়সের কারণেই নয়, বরং অন্যদের সাহায্য না পাওয়া, ব্যক্তিগত ডিভাইস না থাকা বা পর্যাপ্ত অর্থের অভাবের কারণেও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। এই উপাদানগুলি স্বাধীন ও নির্ভরশীল চলকের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে তাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। তাই—

- প্রশিক্ষণ
- ডিভাইস
- অর্থ — এই তিনটি উপাদানকে মধ্যবর্তী চলক (Intervening Variables) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৩.১.৯.১.৪ নিয়ামক চলক (Moderator Variables)

- পরিবারের কতজন সদস্য ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।

৩.১.৯.১.৫ নিয়ন্ত্রিত চলক (Control Variables)

- উত্তরদাতার শারীরিক অবস্থা।

৩.১.১০ তথ্য সংগ্রহের উৎস (Sources of Data Collection)

এই গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য (Primary Data) সংগ্রহ করা হয়েছে উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে, যেখানে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নসূচি (Structured Schedule) ব্যবহার করা হয়েছে। গৌণ তথ্য (Secondary Data) সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন নথি, ওয়েবসাইটভিত্তিক জার্নালের সারসংক্ষেপ, বই এবং অন্যান্য প্রকাশিত উৎস থেকে।

৩.১.১১ সীমাবদ্ধতা (Limitations)

এই গবেষণার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে —

© Santiniketan Sahityapath

১. নমুনার আকার (Sample Size)

এই গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো নমুনার সংখ্যা বোলপুর শহরের সমগ্র জনসংখ্যাকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না। ৯৫ % নির্ভরযোগ্যতার স্তর অর্জনের জন্য ৩৭০টি নমুনা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষক মাত্র ১০০টি নমুনা নিয়ে কাজ করেছেন। ফলে গবেষণার ফলাফল ও অনুসন্ধানসমূহ পুরো জনসংখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করা সম্ভব নয়।

২. একক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

গবেষণায় শুধুমাত্র Uses and Gratification Theory ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে অন্য কোনো তত্ত্ব ব্যবহার করে একই বিষয়ে গবেষণা করলে ফলাফল ভিন্ন হতে পারে।

৩. উত্তরদাতাদের শারীরিক অবস্থা

উত্তরদাতাদের শারীরিক অবস্থা গবেষণার একটি বাধা ছিল। গবেষক শারীরিকভাবে অসুস্থ প্রবীণদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। এছাড়া ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে কোনো উত্তরদাতাকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

৪. নমুনা সংগ্রহে অসুবিধা

এই গবেষণায় Simple Random Sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি, কারণ প্রতিটি বাড়িতে প্রবীণ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন না। ফলে নমুনা সংগ্রহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এটিও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৪.১ উদ্দেশ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ (Objective-wise Analysis)

এই গবেষণার লক্ষ্য অর্জনের জন্য গবেষক দুটি প্রধান উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সেগুলো হলো —

১) বোলপুরের প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে ডিজিটাল চর্চার অবস্থা নির্ণয় করা

গবেষক ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে বিভিন্ন বয়সের ১০০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ১২ জন ব্যক্তি ডিজিটাল চর্চার সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ তাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। বাকি উত্তরদাতারা ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত নন।

২) এই ধরনের ডিজিটাল চর্চার কারণ নির্ণয় করা

পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে বয়সকে ডিজিটাল চর্চার একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই গবেষণায় দেখা যায়। ৭৭ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন এবং তিনি বলেছেন — "এই মাধ্যমটি আমার একজন ভালো বন্ধু।" অতএব, একজন প্রবীণ ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে বয়স একমাত্র বাধা নয় যদিও অনেক প্রবীণ ইন্টারনেট ব্যবহার না করার কারণ হিসেবে নিজেদের অতিরিক্ত বয়সের কথা উল্লেখ করেছেন। ১২ জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ৩ জন ছিলেন নারী এবং বাকিরা পুরুষ। নারী ব্যবহারকারীরা মূলত তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে ভিডিও কল করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, যেসব নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না, তাঁরা জানান যে অতিরিক্ত কিছু শেখার জন্য তাঁদের সময় নেই এবং এই বয়সে নতুন কিছু শেখার মতো মানসিক সক্ষমতা নেই বলে তাঁরা মনে করেন।

গবেষণার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, উত্তরদাতাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। মাত্র ২৭ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইনালের নিচে। তাই শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবকে ইন্টারনেট ব্যবহার না করার প্রধান কারণ হিসেবে ধরা কঠিন। তবে অধিকাংশ প্রবীণ দীর্ঘদিন ধরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় (সংবাদপত্র পাঠ ব্যতীত) নতুন কিছু শেখার ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, যদিও তাঁরা ভীত নন। অর্থনৈতিক অবস্থা একটি কারণ হতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, একজন উত্তরদাতা মাসে মাত্র ২৫০০ টাকা পেনশন পাওয়া সত্ত্বেও ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। তাই গবেষকের মতে, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলে সীমিত আয়ের মানুষও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন ।

৮৮ জন অ-ব্যবহারকারীর মধ্যে —

© Santiniketan Sahityapath

- ৬৫ % বলেছেন তাঁদের ইন্টারনেটের প্রয়োজন নেই।
- মাত্র ২ % বলেছেন তাঁরা নতুন মাধ্যম ব্যবহারে ভয় পান।
- ৩৭ % বলেছেন তাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানেন না।

তাই গবেষকের মতে, প্রবীণদের মধ্যে প্রথমে ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রেরণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এরপর তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত, কারণ অনেকেই বলেছেন যে কেউ সাহায্য করলে তাঁরা ইন্টারনেট শিখতে আগ্রহী (সারণি নং ১০)।

৪.২ গবেষণার ফলাফল (Findings)

গবেষণায় দেখা যায়, ১০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ১২ জন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এর অর্থ হলো বোলপুর শহরের প্রবীণ নাগরিকরা ডিজিটাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন এবং এর ফলে ডিজিটাল বিভাজন (Digital Divide) আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে বোলপুরের অধিকাংশ প্রবীণ কখনো বাস্তবে ইন্টারনেট ব্যবহার করার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা মূলত অন্যদের কাছ থেকে ইন্টারনেট সম্পর্কে শুনেছেন। এই কারণেই অধিকাংশ উত্তরদাতা মনে করেন যে ইন্টারনেটের তাঁদের কোনো প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত আলোচনা থেকে গবেষক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বয়স (৮০ বছর পর্যন্ত), ডিভাইসের প্রাপ্যতা বা অর্থনৈতিক অবস্থা — এগুলো ইন্টারনেট ব্যবহার না করার প্রধান কারণ নয়, যদিও পূর্ববর্তী কিছু গবেষণায় এসব কারণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গবেষকের মতে, ইন্টারনেট ব্যবহার না করার প্রধান কারণ হলো — "অনিচ্ছা (UNWILLINGNESS)" কারণ অধিকাংশ প্রবীণ ইন্টারনেটের ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন না। ফলে তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের ইন্টারনেটের কোনো প্রয়োজন নেই। এই ধারণা থেকেই বোলপুরের প্রবীণদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি অনিচ্ছা তৈরি হয়েছে।

৪.৩ উপসংহার (Conclusion)

গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বোলপুর শহরের প্রবীণ নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারে অনাগ্রহের পেছনে **বয়স বা** অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধান বাধা নয়। মূল কারণ হলো, তাঁরা টেলিভিশনের প্রতি অত্যন্ত বেশি নির্ভরশীল ও অনুরক্ত। ফলে তাঁরা নতুন মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন না। এই কারণেই তাঁরা নতুন মাধ্যমকে উপেক্ষা করেন এবং মনে করেন যে তাঁদের ইন্টারনেটের কোনো প্রয়োজন নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা এখনো প্রচলিত গণমাধ্যমের প্রভাবে পরিচালিত হচ্ছেন, যা Hypodermic Needle Theory এর ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে, তাঁরা এখনো Uses and Gratification Theoryএর মূল ধারণাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন নি, কারণ তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মাধ্যম নির্বাচন ও ব্যবহার করছেন না। অথচ নতুন মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

References:

1. Holmes David (2009), "New media theory", Sage Publication, pp 685-689
2. Macluhan Marshal (1964), "Understanding Media: The Extensions of Man", Routledge Publication, pp 8-13
3. "India on the Go: Mobile Internet, vision 2017, a study" by KPMG-IAMAI, July 2015
4. Keniston Kenneth, Kumar Deepak (2003), "The four digital divide", Sage publishers. p 8-36
5. International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 3, issue 12, December 2013 (www.ijsrp.org)
6. http://www.censusindia.gov.in/2011census/A-3_Vill/A-3%20MDDS_Release.xls
7. Feilitzen von Cecilia (1997), "Influences of Mediated Violence. The international Clearing House on Children, Youth and Media", NORDICOM, University of Gothenburg
8. Ahuja Ram (2014), "Research Methods", Rawat Publication
9. Kumar Ranjit (2014), "Research Methodology 4e", Sage Publication India Pvt Ltd
10. Kothari C R. Garg Gaurav (2014), "Research Methodology, methods and technique 3e", New Age International (P) Limited
11. Rai Deewash Pravat (2016), "Reality shows and the youth perception in Gangtok: A study of two Indian reality show", Sikkim university, Gangtok, an unpublished dissertation project
12. Das Rohan (2009), "A dissertation project on Reports of foreign correspondents in Indian English dailies", CJMC, Visva-Bharati, an unpublished dissertation project
13. Ghosh Subir (2009), 'Mass communication, an Indian perspective', Shishu Sahitya Samsad Pvt. Ltd., pp 144-157

© Santiniketan Sahityapath

14. Biplab Loho Choudhury, Archan Mitra, Kapil Kumar Bhattacharyya, 'Three-tier new media literacy for realizing full communication potential in information society' (2015), Bloomsbury publishing India Pvt. Ltd., pp 26-34
15. Sylvia E. Peacock and Harald Künemund (2007), 'European Journal of Ageing', Vol. 4, p 191-200.
16. "Senior Citizens' Acceptance of Information Systems: A Study in the Context of e-Government Services", EEE Transactions on Engineering Management (2006),Vol. 53, pp 555-569.
17. "IT and Senior Citizens: Using the Internet for Empowering Active Citizenship, Science, Technology & Human Values", Sage publication, Vol. 30, pp 468-495
18. Jacqueline K. Eastman, Rajesh Iyer (2004), in "The elderly's uses and attitudes towards the Internet", Journal of Consumer Marketing, Vol. 21, pp 208-220
19. William e. Loges and Joo-Young Jung (2001), "Communication Research", Vol. 28, pp 536-562
20. Jacqueline K. Eastman and Rajesh Iyer (2005), "The impact of cognitive age on Internet use of the elderly", International Journal of Consumer Studies, Vol. 29, pp 125-136
21. Saunders Mark, Lewis Philip, Thronhill Adrian, (2003), Pearson Education Private Ltd., pp 327-356

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath